ভারতে আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড় বুরেভি

ঘূর্ণিঝড় নিভারের রেশ কাটতে না কাটতেই ভারতের দিকে এগোচ্ছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বুরেভি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দেশটির কন্যাকুমারীতে এটি আঘাত হানতে পারে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যার দিকে শ্রীলংকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে তাণ্ডব শুরুর পর রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে ঘূর্ণিঝড় বুরেভি।

শ্রীলংকা হয়ে তামিলনাড়ুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টি৷ ইতিমধ্যে কেরালা ও তামিলনাড়ুর কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে৷

ঝড়ের প্রভাবে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, মাহে, কারইকানালে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে। উপকূলবর্তী অন্ধ্রপ্রদেশ, লাক্ষাদ্বীপেও প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় নৌবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া হেলিকপ্টার, নৌকাও তৈরি রাখা হচ্ছে।

টেন্ডুলকারকেও ছাড়িয়ে গেলেন কোহলি

একের পর এক রেকর্ড বগলদাবা করে যাচ্ছেন এই সময়কার ইনফর্মার ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি। ভারতের কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলে আরেকটি মাইলফলক অতিক্রম করেছেন এ ব্যাটসম্যান।

শচীনকে ছাড়িয়ে ওয়ানডেতে দ্রুততম ১২ হাজার রানের রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক।

বুধবার ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে এই রেকর্ড করেন কোহলি। মাইলফলক ছুঁতে আজ তার প্রয়োজন ছিল ২৩ রান। অনেকটা হেসেখেলেই এই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন কোহলি। তৃতীয় ওয়ানডেতে মানুকা ওভালে ২৩ রানে পৌঁছানোর পর এই মাইলফলকে পৌঁছান কোহলি।

২৪২ ইনিংস খেলে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন কোহলি। এই রেকর্ডের দেখা পেতে বিরাটের স্বদেশি টেন্ডুলকারের লেগেছিল ৩০০ ইনিংস।

এর আগে ১২ হাজার ছুঁতে রিকি পন্টিংয়ের লেগেছিল ৩১৪ ইনিংস, কুমার সাঙ্গাকারার ৩৩৬ ইনিংস, সনাৎ জয়াসুরিয়ার ৩৭৯ ইনিংস ও মাহেলা জয়াবর্ধনের ৩৯৯ ইনিংস।

কোহলি যত দ্রুত ১২ হাজারি ক্লাবে পৌঁছান আর কোনো ব্যাটসম্যান এত অল্প সময়ে এই রেকর্ড করতে পারেননি। অভিষেক থেকে ১২ বছর ১০৫ দিনে ১২ হাজার রান করে ফেলেন কোহলি। যেটি করতে টেন্ডুলকারের লেগেছিল ১৩ বছর ৭৩ দিন।

১২ হাজার ছোঁয়ার সময় কোহলির ব্যাটিং গড় ৫৯.০৪। এখানেও তার ধারেকাছে নেই কেউ।

কদিন আগেই তিন ফরমেটে ২৩ হাজার রানের রেকর্ড গড়েন কোহলি।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমার জন্য ঘুষ, তদন্ত শুরু

প্রেসিডেন্টের ক্ষমা পেতে নির্বাচনী প্রচারে অর্থদানের ঘটনায় ঘুষ পরিকল্পনার অভিযোগ নিয়ে মার্কিন বিচার বিভাগের তদন্ত চলছে। মঙ্গলবার আদালতের একটি নথির বরাতে বার্তা সংস্থা এএফপি এমন খবর দিয়েছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ওই নথিতে শনাক্তকরণে সব তথ্য লুকিয়ে ফেলাসহ মারাত্মকভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। নথিতে অ্যাটর্নিসহ বিভিন্ন ব্যক্তিদের যোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক ডিভাইসের অনুসন্ধানের বৈধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অজ্ঞাত এক ব্যক্তির জন্য প্রেসিডেন্টের ‘ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফ’ পেতে হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার কাছে ‘গোপনীয় তদবির পরিকল্পনার’ কথাও ওই নথিতে নির্দেশ করা হয়েছে।

অন্তত গত আগস্ট থেকে ওই পরিকল্পনা নিয়ে তদন্ত চলছে। যাতে তদবিরকারী ও আইনজীবীরা ছাড়াও রাজনৈতিক প্রচারে একজন ধনাঢ্য অর্থদাতা এবং একজন পুরুষ কিংবা নারী, যিনি প্রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের প্রত্যাশায় আছেন, তাদের জড়িত দেখা গেছে।

নথিতে আভাস দেয়া হয়েছে, ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফ চেয়ে অনুরোধ জানাতে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তদবিরকারী ও আইনজীবীরা।

ক্ষমা পাওয়ার অনুরোধে এক দাতার কাছ থেকে ‘অতীতে নির্বাচনী প্রচারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থদান ও ভবিষ্যতে রাজনৈতিকভাবে অর্থ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ক্ষমাপ্রত্যাশী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওই অর্থদাতা এমন প্রস্তাব দিয়েছে বলে নথিতে ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এসব ঘটনা কখন ঘটেছে, তা নথিতে উল্লেখ নেই। ট্রাম্প ও তার প্রচারের কথাও উল্লেখ করা হয়নি।

‘ক্ষমা নিয়ে তদন্ত ভুয়া খবর’ বলে মঙ্গলবার টুইটারে পোস্ট করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ওয়াশিংটনে ফেডারেল প্রসিকিউটররা আদালতকে বলেছেন, ঘুষ লেনদেনের পরিকল্পনার কিছু প্রমাণ তারা পেয়েছেন, যেখানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমা বা দণ্ড মওকুফের বিনিময়ে ‘বড় ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা’ দেয়ার প্রস্তাব করার কথা রয়েছে।

নিয়ম ভেঙে গোপনে তদবির করার একটি অভিযোগ নিয়েও তদন্ত করার অনুমতি পেয়েছেন ফেডারেল প্রসিকিউটররা।

ওই আদেশে বলা হয়েছে, দুই ব্যক্তি লবিস্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, যদিও লবিস্ট হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার এবং তদবিরের বিষয়বস্তু প্রকাশের

বাধ্যবাধকতা তারা মানেননি।

সিএনএন লিখেছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ বেলায় বিচার বিভাগের এই তদন্তের ঘোষণা নতুন আলোচনার জন্ম দিল।

ট্রাম্পের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সহযোগী ইতোমধ্যে ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং এমন হতে পারে যে, প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ কাউকেই ক্ষমার পরিকল্পনা নিয়ে এই তদন্ত।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অবশ্য বলেছে, সরকারি কোনো কর্মকর্তাকে নিশানা করে এই তদন্ত তারা শুরু করছে না।

একজন আইনজীবী এবং তার একজন মক্কেলের মধ্যে লেনদেন হওয়া কিছু ইমেইল দেখার জন্যও আদালতে অনুমতি চেয়েছিলেন প্রসিকিউটররা।

বিচারক গত আগস্টেই সে অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে ওই দুই ব্যক্তির নাম আদালতের নথিতে প্রকাশ করা হয়নি। প্রসিকিউটররা বলেছেন, এই তদন্তের জন্য মোট তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা করেছেন তারা।

২ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবাসহ মিয়ানমারের ৭ নাগরিক আটক

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার উপকূলীয় এলাকা থেকে দুই লাখ ৮০ হাজার ইয়াবাসহ সাত মিয়ানমার নাগরিককে আটক করেছে কোস্টগার্ড।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে টেকনাফের উপকূলীয় সাবরাং কাটাবুনিয়া এলাকা থেকে ওই ইয়াবাসহ তাদের আটক করা হয়। আটকরা সবাই মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিক। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন কোস্টগার্ড টেকনাফ স্টেশন কমান্ডার লে. কমান্ডার আমিনুল হক।

তিনি জানান, দিবাগত রাতে টেকনাফের উপকূলীয় সাবরাং কাটাবুনিয়া

এলাকা থেকে দুই লাখ ৮০ হাজার ইয়াবাসহ সাত মিয়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়।

দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে বলেও জানান তিনি।

সর্বোচ্চ ১৫ বছরের দণ্ড ও জরিমানা হতে পারে পাপুলের

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের এমপি কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল বর্তমানে কুয়েতে মানবপাচার ও মানিলন্ডারিংয়ের মামলায় গ্রেফতার। মানবপাচার ও মুদ্রাপাচার এবং ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কুয়েতের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে তার। আগামী ২৮ জানুয়ারি পাপুলের বিরুদ্ধে কুয়েতের আদালতে রায় ঘোষণার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, গত সপ্তাহে কুয়েতের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অপরাধ অনুযায়ী পাপুলের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছেন। আগামী ২৮ জানুয়ারিই কুয়েতে পাপুলের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। কুয়েত কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে ওই দেশটিতে পাপুলের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশনও (দুদক) তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগ এনেছে।

পাপুলকে কুয়েতের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গত ৬ জুন রাতে তাঁর কুয়েতের বাসা থেকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে তিনি ওই দেশের কারাগারে আছেন। পাপুলের বিরুদ্ধে মানব ও অর্থপাচার, ঘুষ লেনদেন ও শ্রমিক শোষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। পাপুলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার অভিযোগে কুয়েতের দুই পার্লামেন্ট সদস্য সাদাউন হামাদ ও সালাহ খুরশিদ, জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল শেখ মাজন আল-জারাহসহ মোট ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। পরে চারজনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

[redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরমাণু বিজ্ঞানী হত্যা প্রভাব ফেলতে পারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কে

ইরানের জ্যৈষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদে রাজধানী তেহরানের কাছে আততায়ীর আক্রমণে মারা গেছেন। আততায়ীরা প্রথমে তার গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে এবং তার পর তাকে গুলি করে। ফখরিযাদে “ইরানে বোমার জনক” হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীকে হত্যা তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে দেবে। পরমাণু বিজ্ঞানী মোহসিন ফখরিযাদের হত্যার কয়েক ঘণ্টা পর এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

মোহসিন ফখরিযাদের হত্যাকারী কে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ইরানের অভিযোগের তীরটি ইসরায়েলের দিকেই। আর ইরানের ওপর বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের চাপ প্রয়োগের জোর সমর্থক ইসরায়েল। ইরানের সঙ্গে বারাক ওবামা প্রশাসনের করা পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে দেশটির ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প।

চলতি নভেম্বরেও তিনি ইরানের ওপর হামলা চালানোর কথা ভেবেছিলেন বলেও শোনা গেছে। এদিকে বিজ্ঞানী হত্যার পেছনে ইসরায়েলের হাত থাকতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।

আগামী ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি ২০১৫ সালে ইরানের পরমাণু সক্ষমতা অর্জনের পরিধি সীমিতকরণ সংক্রান্ত চুক্তিতে ফেরার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানী হত্যার ঘটনা তাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইরান এরই মধ্যে তাদের শীর্ষ বিজ্ঞানীকে হত্যার প্রতিশোধ নেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির থিংকট্যাঙ্ক কুইন্সি ইন্সটিটিউটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিতা পারসি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যকার আলোচনা শুরুর আগেই ইরান ইসরায়েল কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে বিপক্ষে এমন ঘটনা ঘটাতে পারে।

দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আরও দু’জনের মৃত্যু

দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও দু’জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তিনজনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে রোগী ভর্তি হয়েছেন ১৮ জন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১১ জন এবং ঢাকার বাইরে রয়েছেন ৭ জন রোগী।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার ১০৫ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে এ পর্যন্ত বাড়ি ফিরেছেন এক হাজার ১৭ জন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন ৮২ জন। লতি নভেম্বরে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন ৪৭৮ জন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আলী যাকেরকে শেষ শ্রদ্ধা

একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক আলী যাকেরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার মরদেহ নেওয়া হয়েছে রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তার মরদেহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নেওয়া হয়।

সেখানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী যাকেরকে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

দেশের শিল্প-সাংস্কৃতি ও নাট্যাঙ্গনের বিশিষ্টজনরা আলী যাকেরকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন সেখানে।

৭৬ বছরে শেষ শুক্রবার সকালে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আলী যাকের। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী নাট্যজন সারা যাকের, ছেলে নাট্যাভিনেতা ইরেশ যাকের, মেয়ে রেডিও উপস্থাপক শ্রিয়া সর্বজায়াসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী ভক্ত-অনুরাগীকে।

প্রায় চার বছর ধরে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছেন আলী যাকের। সম্প্রতি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ১৫ নভেম্বর তাকে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানকার সিসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

খুনের ঘটনা চাপা দিতেই রেললাইনে লাশ, দু’ মাসে ২৫ মরদেহ উদ্ধার অনলাইন ডেস্ক
Currently 1.00/512345
গড় রেটিং: 1.0/5 (1 টি ভোট গৃহিত হয়েছে)

খুনের ঘটনা চাপা দিতেই রেললাইনে লাশ, দু’ মাসে ২৫ মরদেহ উদ্ধার প্রতীকী ছবি

গত দু’ মাসে শুধু পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রুটে মিলেছে ২৫টি মরদেহ। রেললাইন ও এর আশপাশে মিলছে এসব লাশ। আবার বেশিরভাগ লাশই রেলের কাটার কারণে ক্ষত-বিক্ষত।

পথচারীদের অসচেতনতার কারণেই রেলে কাটার ঘটনা বাড়ছে বলে শীর্ষ কর্মকর্তারা দাবি করলেও ট্রেন পরিচালনার সঙ্গে জড়িতরা বলছেন ভিন্ন কথা।

করোনা সংক্রমণের অচলাবস্থা কাটিয়ে সেপ্টেম্বর থেকে পুরোদমে শুরু হয় রেল চলাচল। তাতেই উঠে আসছে রেললাইন কেন্দ্রিক মরদেহ পাওয়ার ভয়াবহ তথ্য। ওই মাসেই বিভিন্ন রুটে ৯টি মরদেহ পাওয়া গেলেও তার পরের মাস অর্থাৎ অক্টোবরে পাওয়া গেছে ১৬টি মরদেহ। পূর্বাঞ্চল বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার সাদেকুর রহমান বলেন, ‘আমরা যে তথ্যগুলো পাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ তদন্ততাধীন, আমাদের জিআরপি পুলিশ তারা তদন্ত করেন। তো এখানে যদি অন্য কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তারা তদন্ত করে ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন।’

পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের গার্ড আবদুল্লাহ আল আমিন শামীম বলেন, ‘রেললাইনে কাটা পড়লে হয়তো তদন্তের বাইরে থাকবে সে বা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে সে। এ কারণে বাইরে থেকে এনে রেললাইনেও ফেলে রাখতে পারে।’

পথচারীদের অসচেতনতার পাশাপাশি রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মোবাইলে কথা বলার কারণে রেলের নিচে কাটা পড়ে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে বলে মনে করছেন রেলওয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা।

পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের মহা-ব্যবস্থাপক সরদার সাহাদাত আলী বলেন, ‘মোবাইল নিয়ে রেললাইনে হাঁটতে থাকে তখন আর ওইদিকে খেয়াল থাকে না এ কারণেই কিন্তু রেললাইনে কাটা পড়ার সংখ্যাটা অনেকটাই বেড়ে গেছে।’

পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের পুলিশ সুপার নওরোজ হাসান তালুকদার, ‘মাঠে-প্রান্তরে যে জায়গাগুলো সেখানে কে কখন রেললাইন পার হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো তো আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না।’

একমাত্র রেললাইনে নিচে কাটা পড়ে মারা যাওয়া ঘটনার তেমন অনুসন্ধান হয় না। ফলে রেললাইনে লাশ ফেলে দিয়ে রেলে কাটা পড়া বলে চালিয়ে দেওয়ার হার বাড়ছে বলে মনে করছেন রেল পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টরা।

রেলওয়ের গার্ড শহীদুল ইসলাম রাশু বলেন, ‘বাইরে কোন ঘটনা ঘটছে হয়তো সেই লাশগুলো রেললাইনের পাশে এসে ফেললে সেটা সন্দেহের বাইরে থাকতে পারে। সে কারণে হয়তো এখানে এনে ফেলে রাখতে পারে।’

রেলওয়ের গার্ড ইমরুল কায়েস বলেন, ‘রেললাইনে যারা মাদক গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া হয়ে থাকলে সেটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অনেক সময় খুন করে রেললাইনে ফেলে রেখে যায়।’

গত দু’ মাসে রেল লাইনে পাওয়া লাশগুলোর মধ্যে তরুণের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। ৬ জন রয়েছেন ষাটোর্ধ বৃদ্ধ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন